ইত্তেফাক

0 027

তারিখ ... 6/10/84 ...
পৃষ্ঠা ... /... কলাম ... 4 ...

পরীক্ষার ফলাফলে কারচুপি

লক্ষীপুর, ৫ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)—টেবুলেশন শীটে ঘষামাজা ও জালিয়াতির মাধ্যমে কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৮৪-এর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বাণিজ্য গ্রুপের মেধা তালিকাভুক্তদের অষ্টম স্থান অধিকারিণীর নম্বর বদলাইয়া পরীক্ষার্থিনীকে তৃতীয় স্থানে উঠাইয়া দেওয়ার কেলেঙ্কারি ধরা পড়িবার পর টেবুলেটরদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু হইয়াছে। অন্যায় পন্থায় উর্ধারোহণের সৌভাগ্য অর্জনকারিণী পরীক্ষার্থিনীর (ম-৪০০) ফলাফলও স্থগিত ঘোষণা করা হইয়াছে।

মোট ৬৯৭ নম্বর পাইয়া আঞ্জুমান আরা মেধা তালিকায় অপর দুইজনের সাথে যুগ্ম অষ্টম স্থান লাভের কথা ছিল। কিন্তু টেবুলেশন শীটে সাধারণ বিজ্ঞানে ৪৫কে ঘষিয়া ৫৫,

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কারচুপি

(১ম পৃঃ পর)

বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণে ৯৩-র বদলে ৯৬, বাণিজ্যিক ভূগোলে ৮০-র বদলে ৯৭ লিখিয়া এই জালিয়াতি করা হয়। কিন্তু মূল মার্কশীট পাঁচটিতে ফলাফল অন্যরকম।

আনজুমান আরার চাইতে ১৪ নম্বর বেশী পাইয়া মেধা তালিকায় লক্ষীপুরের একই স্কুলের ছাত্রী ইসরাত জাহান (ম-৪০১) প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। জালিয়াতির দরুন ইসরাত চতুর্থ স্থানে নামিয়া যায়। একইভাবে তালিকায় পরবর্তীরা একধাপ পিছাইয়া পড়ে। জালিয়াতি না হইলে আনজুমান আরা যুগ্ম অষ্টমে স্থান পাইলে মেধা তালিকার দশম স্থানে একাদশ স্থানের অধিকারীর স্থান সংকুলান হইত।

লক্ষীপুর আদর্শ সামাদ সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে টেবুলেশন শীট পৌঁছিলে আঞ্জুমান আরার নম্বরে কাটা ও ঘষার চিহ্ন দেখিয়া সন্দেহের উদ্রেক ঘটিলে খোঁজ নেওয়া হয়। ইসরাত জাহানের পিতা লিখিত আবেদনে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিলে উদঘাটিত হয় যে, মার্কশীট ও টেবুলেশনে কোন মিল নাই।

বোর্ড স্কুলকে চিঠি দিয়া মার্কশীটসহ ঘষামাজা টেবুলেশন শীট ফেরত নিয়াছে। এদিকে বোর্ড এ জালিয়াতির জন্য ৩ জন টেবুলেটরের বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছে। কুমিল্লা কোতোয়ালী পুলিশ টেবুলেটরদের ধরার জন্য লাকসাম, ব্রাহ্মণপাড়া ও দেবীদ্বারে জরুরী বার্তা পাঠাইয়াছে। বোর্ডের সহিত যোগাযোগ করা হইলে বলা হয়, ইসরাত জাহানকে যথাস্থান দিয়া আনজুমান আরাকে প্রকৃত নম্বর অনুযায়ী যথাপ্রকৃত অবস্থানে নামাইয়া দিয়া ফলাফল সংশোধনের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে।